এ প্রজন্মের শিল্পীরা

তন্ময় ব্যানার্জী

সুনন্দা দাশ -- ১৯৬২ -- সমসাময়িক বাংলার ভাস্কর্যে মহিলাদের আগমন তুলনামূলক ভাবে কম হলেও অবদানের পাল্লাটা কিন্তু বেশ ভারী। মীরা মুখার্জী উমা সিদ্ধান্তের পর চিত্রকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ইতি মধ্যেই দান রেখেছেন দিপালী ভট্টাচার্য। তবে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তার আকারগত 'ছন্দ' আর সাবলীল সবলতা প্রকাশ মনে হয় সুনন্দা দাশের কাজেই এই মুহূর্তে আমরা সব থেকে বেশী দেখতে পাই। তার কাজের বলিষ্ঠউপস্থাপনা তাকে একজন প্রতিষ্ঠিত ভাস্কর হিসেবে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করেছে। 'মহিলা ভাস্কর' হিসেবে আলাদা কোন পরিচয়ের প্রয়োজন হয়নি।
----বাবা মূর্তি গড়তেন অবসরে। সাধারণ একটা চাকরি করতেন দুর্গাপুরে স্টীল প্ল্যান্টে। দুর্গাপুরেই কাটে জীবনের বেশ কিছুটা সময়। সেখানেই বাবার এক বন্ধু এবং ভাইয়ের এক মাষ্টার মশাই --- এঁদের অনুপ্রেরণায় --- কলাভবনে ভর্তি হওয়া।

--- কলাভবনে প্রথম দুবছর পাঠ গ্রহণ করার পর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যেতে হয়। সে পছন্দটা ছাত্রছাত্রীর নিজের কিছুটা আর কিছুটা সেই বিষয়ে উপযুক্ত নম্বর আছে কিনা তার ওপর নির্ভর করত। সুনন্দার প্রথম পছন্দ ছিল ভাস্কর্য। শর্বরী রায়চৌধুরীর কথাতে ভাস্কর্যেই পঠন পাঠন শু হলো। সুনন্দা বাবার মতোই শ্রদ্ধা করতেন মাষ্টার মশাই হিসেবে যাঁর কাছে সব থেকে ঋণী সেই মহান শিল্পী অজিত চত্রবর্তীকে। তাঁর কাছেই জেনেছিলেন ভাস্কর্যের মূল কথাগুলি। অপর দুই শিক্ষক বিকাশ দেবনাথ সুষেন ঘোষ সম্পর্কে শিল্পীর অকপট স্বীকারোক্তি---ওঁরা যে বিরাট মানের শিল্পী ছিলেন---আজ বুঝি।

স্মৃতিতে ছবি মতো আসে কলাভবনের ক্লাসগুলি---। একবার কোন একটি কাজ করেছিলেন যা বিকাশ দেবনাথের মতো হয়ে গিয়েছিল। বিকাশদা ক্লাসে এসে কাজ ভাঙতে বলেছিলেন। আসলে নিজের পথ নিজেকেই খুঁজে
নিতে বসেছিলেন।

---শান্তিনিকেতনের পরিবেশ, আর সেই সব দিকপাল শিল্পীদের সান্নিধ্য থেকে সুনদা যে স্বপ্ন দেখতে শু করেছিলেন, অক্লান্ত পরিশ্রম আর মেধায় তা আজ বাস্তবায়িত। এখন সুনন্দা দাশ সমসাময়িক ভাস্কর্যে প্রতিষ্ঠিত এক শিল্পী। শ্রীশিক্ষায়তন কলেজের অধ্যাপিকা। তবে এখানে পৌছানো সহজে হয়নি। কলাভবন থেকে মাষ্টার্স ও জাতীয় বৃত্তির কাজ শেষ করার পর ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে (কলকাতায়) মডেলিং সেকশনে কিছুদিন চাকরি করেন। সেখানে পরিচয় হয় গভঃ আর্টকলেজ থেকেপাশ করা ভাস্কর তপন দাশ-এর সঙ্গে। ৯৫ -এ তাঁদের বিয়ে হয়। এরপর উমা সিদ্ধান্তের কথায় শ্রীশিক্ষায়তনে প্রথম ৩/৪ বছর পার্ট-টাইম করেন। এখানে উমাদির কাছে হাতে কলমে শেখেন বাটিক বাঁধনি থেকে কলেজের চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাজ। আর উমাদির মতো প্রখ্যাত এক ভাস্করের কাজ করা -- এওএক বড় পাওনা বলে মনে করেন শিল্পী। উমাদির এই বয়সেও কাজ করার যে উদ্যম, তা তাকে বিরাট প্রেরণা যুগিয়েছিলো। আর ওনার জন্যেই এখানে চাকরি, পাওয়া, তাও মানেন সুনন্দা।

-তার প্রিয় মাধ্যম ব্রোঞ্জ। এবং ব্রোঞ্জ ঢালাই শেখেন স্বামী তপন দাশের কাছেই। বাড়ির সমস্ত কাজ সেরে, অল্প একটু পরিসরেই নিজেদের ভাস্কর্য রচনা তা কাটিং করা --স্বামীর সহযোগিতা ছাড়া হোত না। স্বীকার করেন।--সুনন্দার ভালো লাগে কাজের ভেতর দার্শনিকভাব, আধ্যাত্মিকতাকে ধরতে। কোনো খেলো বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করার তিনি পক্ষপাতী

নন। কেননা জীবনকে দেখেছেন বড় কাছ থেকে।
মায়ের দীর্ঘকালীন অসুস্থতা বাবার অসহায়তা তিন ভাই বোনের বড় সুনন্দাকে ভেতরে কোথায় যে জেদী করে তোলে। দঁাড়াতেই হবে নিজের পায়ে। প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এই পথেই। নিরাপত্তাহীনতা যেন আরো বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। তাই তাঁর কাজেও দেখা যায় সেই 'শক্তি' যা 'দুর্গা'--এর মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেন তিনি। কখনো বা মুখ থুবড়ে পড়া মানুষ যেতার সর্বশক্তি দিয়ে আবার দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। অসহায় হলেও সে বলিষ্ঠ।
---এই কাঠামোগত সবলতাই --তার কাজে অন্য মাত্রা এনে দেয়। প্রথমে এই ছন্দোবদ্ধ কাঠামোকে ধরেন ড্রয়িং -এ। পরে ভাস্কর্য শু করেন। বললেন শিল্পী।
---এভাবেই প্রত্যেকটি কাজের অসংখ্য খসড়া তৈরি হয় পেন, কালি তুলিতে, পরে মাটিতে, তারপরে ব্রোঞ্জে পূর্ণতা পায়, সেগুলি।
---জীবনে যার অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক সংগ্রাম আর চরম কোনো শক্তির কাছে--নিঃশর্ত নিবেদন---তার কাছে আমাদের অনেক চাওয়া-- জানি তিনিই পারবেন পূর্ণ করতে।